দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 27 JAN 1997
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

15

বেসরকারী ডিগ্রী কলেজে শিক্ষক নিয়োগে জটিলতা

ভোলা সংবাদদাতা ॥ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কঠিন নিয়ম-নীতি আরোপের ফলে বেসরকারী ডিগ্রী কলেজে শিক্ষক নিয়োগে দারুণ জটিলতা দেখা দিয়াছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কোন ডিগ্রী কলেজে শিক্ষক নিয়োগ করিতে হইলে প্রথমেই বহুল প্রচারিত একটি দৈনিকে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে। তাহার পর ঐ বিজ্ঞাপনসহ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বরাবরে দরখাস্ত করিতে হইবে তাহার প্রতিনিধি নিয়োগের জন্য। শিক্ষক নিয়োগ কমিটিতে উপাচার্যের মনোনীত প্রতিনিধি নিয়োগ অপরি-

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

শিক্ষক নিয়োগে জটিলতা

(৩য় পৃঃ পর)

হার্য। উপাচার্যের কার্যালয় হইতে প্রতিনিধি নিয়োগ সম্পর্কিত পত্র সংশ্লিষ্ট কলেজে আসিতে কমপক্ষে একমাস সময় লাগিয়া যায়। ঐ প্রতিনিধি যদি অন্য জেলার হইয়া থাকেন, পত্র প্রাপ্তির পর কলেজ অধ্যক্ষ একজন শিক্ষককে দায়িত্ব দেন ঐ প্রতিনিধির নিকট হইতে তারিখ আনিবার জন্য। অর্থাৎ কবে তিনি ইন্টারভিউর জন্য আসিতে পারিবেন। এমতাবস্থায় দেখা গিয়াছে, প্রতিনিধি ১০/১৫ দিন পরে একটি তারিখ দেন। অধ্যক্ষ তখন কলেজ সভাপতি জেলা প্রশাসক ও নিকটস্থ সরকারী কলেজের অধ্যক্ষের সহিত যোগাযোগ করিবেন উপাচার্যের প্রতিনিধির দেওয়া তারিখে তিনি থাকিতে পারিবেন কিনা (নিকটস্থ সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ ডি,জি'র প্রতিনিধি)। অনেক সময় দেখা যায়, ডিসির ঐ তারিখে অন্য কোন প্রোগ্রাম আছে। সমস্ত নিয়মনীতি অনুসরণ করিয়া দেখা গেল, দুই মাস পরও ইন্টারভিউ হইল না। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দুই মাস কোন পড়াই হইল না। এইভাবে কলেজ ক্ষতিগ্রস্ত হইল আর্থিকভাবে আর ছাত্র-ছাত্রীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইল পাঠদানের অভাবে।

উপাচার্য যদি তাহার প্রতিনিধি অন্য জেলা হইতে মনোনীত না করিয়া যে জেলায় কলেজ সেই জেলার কোন শিক্ষককে তাহার প্রতিনিধি হিসাবে মনোনয়ন দেন তাহা হইলে সমস্ত বিষয়টি সহজ হইত বলিয়া অনেকে মনে করেন।